প্রশ্ন-আরিস্টটল ট্রাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বৃত্তকে আত্মা বলেছেন--আরিস্টটল কথিত বৃত্ত বা প্লটের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।(প্রশ্নমান-১০)।

উত্তর:-নাটকের পরিণতি দর্শকচিত্তে যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তার ভিত্তিতে নাটককে ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্স প্রধানত এই তিনভাগে ভাগ করা হয়।বিশেষ এক প্রকার করুন রসনুভূতির নাটককে বলা হয় ট্রাজেডি।রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বলেছেন--'দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান'।আবার শেলী তাঁর কবিতায় বলেছেন--'our sweetest songs are those that tell of saddest thought'।এই ট্রাজেডি নাটক গড়ে উঠে কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে।আরিস্টটল তাঁর 'poetics' গ্রন্থে ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও ষরঙ্গ উপাদান সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন।তাঁর মতে,ট্রাজেডির ছয়টি উপাদান হলো--

১)কাহিনিবৃত্ত বা plot।

২)চরিত্র বা character।

৩)ভাষারীতি বা diction।

৪)দৃশ্যাসজ্জা বা spectacle।

৫)গান বা melody।

৬)অভিপ্রায় বা চিন্তন বা thought।

এগুলির মধ্যে কাহিনিবৃত্ত বা plot কে আরিস্টটল প্রথমে স্থান দিয়েছেন।তাঁর মতে plot হল 'ট্রাজেডির আত্মা'।

একালের অনেকেই চরিত্রকে ট্রাজেডির প্রধান অঙ্গ বলে মনে করেন।তাঁরা বলেন চরিত্রের বিকাশের জন্যই কাহিনির সৃষ্টি।যেমন-আধুনিক উপন্যাস সমূহ।কিন্তু আরিস্টটল বলেন--চরিত্র,অভিপ্রায় ও ভাষা এই সব মিলিয়ে যা গড়ে উঠবে তাই হবে কাহিনি বা plot।কাহিনি হলো একটি বিশেষ ক্রিয়ার অনুকরণ।সেই ক্রিয়ার সংগঠনের মূলে আছে চরিত্র,আর চরিত্রের সমস্ত বিবর্তনকে ধরে আছে কাহিনি বা plot।

আরিস্টটলের মতে,plot বা বৃত্তকে সম্পূর্ণ এবং সমগ্র হতে হবে।সম্পূর্ণ অর্থাৎ বৃত্ত অবশই আদি-মধ্য-অন্ত্য পর্ব সমন্বিত হবে।সম্পূর্ণ বৃত্তের আদি পর্ব হলো সেই পর্ব যার পূর্বে কিছু নেই কিন্তু পরে আছে।মধ্য পর্ব হলো সেই পর্ব যার পূর্বে ও পরে কিছু আছে।অন্ত্য পর্ব হলো সেই পর্ব যার পূর্বে কিছু আছে কিন্তু পরে কিছু নেই।

সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনার জন্য নাট্য-ঘটনার বিন্যাসকে যৌক্তিক পরম্পরায় বিকাশশীল হয়ে

হবে।অর্থাৎ বীজ থেকে যেমন বৃক্ষের সৃস্টি হয় অথবা 'জীববীজ' যেভাবে ক্রমবিকাশের পথ ধরে জীব-এ পরিণত হয়,নানা অঙ্গের সমবায়ে এক-অঙ্গী জীব হয়ে ওঠে;ঠিক তেমনি ভাবেই বৃত্তের 'আদি'ঘটনা ক্রমবিকাশের পথ ধরে 'মধ্যে' পর্ব বা ঘটনার ভিতর দিয়ে 'অন্ত্য' পর্বে পরিণাম লাভ করে ।এই ঘটনা বিন্যাস থাকলে তবেই তাকে সম্পূর্ণ আদর্শ বৃত্ত বলা যেতে পারে।আদি-মধ্যে-অন্ত্য পর্ব সমন্বিত কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত বৃত্তকে সমগ্র বৃত্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

যদি কোনো নাটকে বৃত্তের গঠন সম্পূর্ণ ও সমগ্র না হয় তাহলে আরিস্টটলের মতে সেই বৃত্ত শিথিল হয়ে পড়ে এবং 'এপিসোডিক' হয়ে পরে।আবার শুধুমাত্র সম্পূর্ণ এবং সমগ্র বৃত্ত অর্থাৎ অঙ্গ বিন্যাসের দিক থেকে নাট্যবৃত্ত শুধু সুসমঞ্জস্যপূর্ন হলেই হবে না,তাকে একটি বিশেষ আয়তন-যুক্তও হতে হবে।কেননা আদর্শ বৃত্ত শুধু সম্পূর্ণ ও সমগ্র নয়,তা সুন্দর।আর 'Beauty is a matter of size and order'।

আরিস্টটল তাঁর 'poetics'গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে বৃত্ত উপাদানের মাত্রাগত দিক থেকে ট্রাজেডি নাটকের কতগুলি বিভাগ চিহ্নিত করেছেন।অভিনয়ের বা নাট্যানুষ্ঠানের কথা মনে রেখেই তিনি এই বিভাগগুলি করেছিলেন।এই বিভাগগুলিকে অনেকে অংশ বলেছেন।এই অংশগুলি হলো--

a)প্রোলোগ।

b)এপিসোড।

c)একসোড।

d)কোরাস।

কোরাস আবার দুভাগে বিভক্ত--i)প্যারোড ও ii)স্ট্যাসিমন।

কোনো মহৎ জীবনের করুন বিনাশের কাহিনি অবলম্বনে ট্রাজেডি রচিত হয়।এই বৃত্ত বা plot দু'রকমের---

a)সরল প্লট।

b)জটিল প্লট।

সরল প্লটে ঘটনাগুলির কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝা সহজ।কিন্তু জটিল প্লটে সেই সম্পর্ক বেশ জটিল হয়। ট্রাজিডির plot অবশই আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যান হবে।তাতে ঘটনাগুলি থাকবে সুবিন্যস্ত।কাহিনির আয়তন হবে পরিণত।উপকাহিনি থাকতে পারে।আরিস্টটল plot গঠনে তিনটি বিষয়ের ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন।যাদের একসঙ্গে বলা হয় ত্রি-ঐক্য।এই ত্রি-ঐক্য হলো--স্থানগত ঐক্য, কালগত ঐক্য ও বিষয়গত ঐক্য।এই ত্রি-ঐক্য না থাকলে প্লট ত্রুটিপূর্ণ হয়।

এইভাবে বলা যায় ট্রাজেডি গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও সম্পূর্ণ হয় plot বা কাহিনিবৃত্তের দ্বারা। তাই আরিস্টটল কথিত বৃত্তই ট্রাজিডির আত্মা--এই কথা সর্বাংশে সত্য কারণ ট্রাজেডি হলো বৃত্তের অনুকরণ।